সৃজনশীল প্রশ্ন ১ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিপন 'মম গার্মেন্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। প্রতিদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরি সে ও তার সহকর্মীরা কেউই পায় না। এদিকে তাদের শ্রমে প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এভাবে শোষণ করার বিষয়টি রিপন মেনে নিতে পারে না। তাই সে তার সহকর্মীদের নিয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে।

ক. নীতিবিরুদ্ধ কথা পরিত্যাগ করে কমলাকান্ত মার্জারীকে কীসে মন দিতে বলল? ১
খ. বিড়ালটি কমলাকান্তকে নীতিকথা শুনিয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রিপন ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিড়াল যেন একই মানসিকতার অধিকারী।– মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহ সভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে–পায়ে ধরিয়া বলিলেন, শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকা শোধ করিয়া দিব। রায়বাহাদুর বলিলেন, টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।

ক. বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে কোথায় আসতে হলো? ১
খ. পণপ্রথা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের রামসুন্দর 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের একমাত্র বিষয় নয়।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তারেক আর আরিফ দুই বন্ধু। সম্প্রতি আরিফ বিয়ে করার জন্য উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করছে। এ বিষয়টি আরিফ তার কাছের বন্ধু তারেককে জানালে সে উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, চঞ্চলা এবং অন্যান্য গুণে গুণান্বিতা মুক্তার কথা ব্যক্ত করে। তারেক অনেক রসিক বলে এ বিয়ের সম্বন্ধটির কথা আরিফের চাচাকে জানিয়ে দেয় সহজেই।

ক. কে লজ্জায় অনুপমের বিয়ের কথা তুলতে পারেন না? ১
খ. হরিশ আসর জমাতে কীভাবে অদ্বিতীয়? ২
গ. উদ্দীপকের আরিফ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চিরত্রের ধারক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মজমা কিংবা আসর জমাতে উদ্দীপকের তারেক ও 'অপরিচিতা' গল্পের হরিশ দুজনই পারঙ্গমতা দেখাতে পারে।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৪ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে?
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?
মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা–
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।

ক. বিনুদাদা অনুপমের সম্পর্কে কী হন? ১
খ. দেয়ালটুকুর আড়ালে রয়ে গেল।– কী এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন বিষয়কে উপস্থাপন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় 'অপরিচিতা' গল্পের সমগ্র ভাবের ধারক নয়। –বর্ণনা কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৫ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাবিব শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে। এ সময় সে লক্ষ করে তাদের গ্রামের সাধারণ মানুষকে মোড়ল নানাভাবে ঠকাচ্ছে। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে দলিলে টিপসই নিচ্ছে। বিষয়টি সে বুঝতে পারে, অক্ষরজ্ঞান নেই বলেই গ্রামের মানুষ এভাবে দিনের পর দিন বোকা হচ্ছে। তাই সে উদ্যোগ নেয় গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের। তারই ফলস্বরূপ সে প্রতিষ্ঠা করে নৈশ বিদ্যালয়।

ক. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে লেখকের মতে, আমাদের সামান্য অসুখ হলে কতজন ডাক্তার নাড়ি টেপে? ১
খ. প্রাবন্ধিক পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তার করতে বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মোড়ল 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কীসের প্রতীক?–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি যেন 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের বেগম রোকেয়ার মানসিকতায় ধারণ করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৬ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?
পুণ্য অত হবে নাক সব করিলেও জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইক গর্ব লেশ।

ক. জমিরনের মা মেয়ের জন্য কী জোটাতে পারতো না? ১
খ. 'চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের শেষ চরণে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা'–এ চরণটি যেন 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধেরই মূল সুর।–মূল্যায়ন কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৭ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভোর থেকে মাঠে কাজ করতে করতে ক্লান্ত। এরই ফাঁকে খাবার সেরে নিচ্ছেন কৃষক। ছবিটি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাদরা গ্রাম থেকে গতকাল তোলা।

ক. 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক ভূতটি কাদের কাঁধে চেপেছে? ১
খ. কৃষক ক্ষেতে ক্ষেতে পুড়ে মরে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সংগ্রাম 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কোন দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের বিশেষ দিকের প্রতীকস্বরূপ–বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৮ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সবুর আলী একজন সাধারণ কৃষক। তিন বছর আগে তার ১০ বিঘা জমি ছিল, গোয়াল ভরা বড়–বড় ষাঁড় ছিল আরও ১৫টি। তার বাড়ির সামনে যে মাঠ ছিল তা যেন ঘোড়া দৌড়ের মাঠের মতো। তার ফসলি জমিগুলোতে যেন সোনা ফলত। দু–চার গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ মোড়লের ষড়যন্ত্রে যেন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল তার। তার সোনার ধানে জোরপূর্বক ভাগ বসিয়ে মোড়ল সব কেড়ে নেয়।

ক. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে উল্লিখিত সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম কোনটি? ১
খ. কৃষক তার অতীত সমৃদ্ধি হারিয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মোড়ল 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধিত্ব করে?–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের সবুর আলীর জীবন যেন 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের চাষিদের জীবনরূপ'–প্রমাণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৯ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এ্যান্টনির আপনজনরা তাকে ত্যাগ করেছে। খানিকটা দুঃখ তার মনে থাকলেও সুবোধের আগমনে তার মুখে হাসি ফোটে। দাবা খেলায় সুবোধ মাতিয়ে রাখে এ্যান্টনিকে। প্রতিদিন সুবোধের জন্য প্রতীক্ষা করে এ্যান্টনি।

ক. গল্পলেখক বুড়িকে পকেট থেকে কী বের করে দিয়েছিলেন? ১
খ. বুড়ি রোজ সকালে গল্পলেখকের কাছে আসতে ভোলেন না কেন? ২
গ. 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির চরিত্র উদ্দীপকের কোন চরিত্রের প্রতিরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটির মূলভাব 'আহ্বান' গল্পের বিন্যাসকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১০ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা–ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু–বৌদ্ধ–মুসলিম–ক্রীশ্চান।

ক. গল্পলেখক কোন মাসে ঘরে এসে উঠেছিলেন? ১
খ. গল্পলেখক বুড়িকে কেন দুধের দাম দিতে চেয়েছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের তাৎপর্য 'আহ্বান' গল্পের ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য 'আহ্বান' গল্পের সামগ্রিক চেতনাকে ধারণ করে কি? বিচার কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১১ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নিচু জাতির হাতে জল খেলে পাপ হবে। এ কথা মানতে নারাজ সৈকত। তার মতে, জাত–পাত অপসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক. গল্পলেখককে বুড়ি কী দিয়ে কচি শর্সা খেতে বলেছে? ১
খ. গল্পলেখকের পৈতৃক বাড়ির ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের ভাবনার সমন্বয় সাধন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়ের আলোকে 'আহ্বান' গল্পের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রগুলো কী সার্থক? বিচার কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১২ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুস্থ মানুষকে সাহায্যের জন্য নিজের কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করেও লিমন তাদের পাশে দাঁড়ায়। তার পরিচিত অনেকেই একে বাড়াবাড়ি বলে মনে করে।

ক. বুড়ি কার বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে এসেছিলেন? ১
খ. বুড়ির বড্ড কষ্ট কেন? ২
গ. উদ্দীপকের লিমন 'আহ্বান' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের লিমনের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রটি "আহ্বান" গল্পের বিশেষ তাৎপর্যকে ধারণ করেছে–বিচার কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৩ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিশ্বের কল্যাণমন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল–'এখন অনেক দেরি, পথ চল।' পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল– 'ওগো আমি যে তোমাকে চাই!' সে অচিন সাথি বলিয়া উঠিল–'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ দরওয়াজা পার হতে হয়!' দুরন্ত পথিক তাহার চলার দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, তাই আমার লক্ষ্য'। অনেক দূরে বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল। পিছন হইতে নিযুত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া উঠিল–'আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চল ভাই, আগে চল। তোমারই পায়ে চলার পথ ধরে আমরা চলেছি।' পথিক বুকভরা গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল–'এ পথে যে মরণের ভয় আছে।' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত বাণী বাজিয়া উঠিল–'কুছ পরওয়া নেই। ও তো মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।'

ক. 'মেকি' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. রাজভয়–লোকভয় প্রাবন্ধিককে বিপথে নিতে পারবে না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের পথিকের মধ্যে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটিই 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কামনা করেছেন– বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৪ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়–হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

ক. কে বাইরের ভয় পায়? ১
খ. মানুষ–ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে? চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিফলন'– বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৫ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানবজীবনে ভুল–ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বলে ভুলের মধ্যে জীবনকে ভাসিয়ে দেয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। জীবনে ভুলকে একটা শিক্ষা ভাবতে হবে। তবেই মানুষ প্রকৃত পথে ফিরে আসতে পারবে। কেননা, যে মানুষ ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার পথ চলতে পারে, সেই মানুষই জীবনে সার্থক।

ক. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস বিন্দু? ১
খ. ভুল করেছি বুঝতে পারলে প্রাণ খুলে স্বীকার করতে প্রাবন্ধিক বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'আমার পথ' প্রবন্ধের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব ধারণ করে না'–মূল্যায়ন কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৬ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবু সালেহ মুসানগর গ্রামে বাস করে। তার মধ্যে সামান্য দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই। ভালোবেসে কিছু দেয়ার চেয়ে মেরে–ধরে কোনোকিছু আদায় করে নিতে সে বেশি পছন্দ করে। নিজের অর্থ–প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সে প্রতিনিয়ত অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করে বেড়ায়। তার এ হীন কর্মকাণ্ডে মুসানগরবাসী অস্থির হয়ে ওঠে।

ক. কার দিকে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি? ১
খ. স্বল্পপ্রাণ বুদ্ধির মানুষের উদ্দেশ্য কী ও কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আবু সালেহ 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিকের প্রতীকা। বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৭ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান, মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। মহান এ নেতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করতো বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তিনি কৈশোর থেকেই বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা। চল্লিশের দশকে এই তরুণ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা।' ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান,' ৭০-এর নির্বাচনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে জীবনে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

ক. জীবনের বিকাশ কাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে? ১

খ. প্রাবন্ধিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতি নির্দেশ করেছেন? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটিই 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের কাম্য। –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৮ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর।

ক. কাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়? ১

খ. প্রাবন্ধিক পরার্থে আত্মনিবেদন করতে বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে ফুটে ওঠা দিকটি তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের মূল সুর যেন একই ধারায় প্রবাহিত।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ১৯ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

ক. মাসি-পিসি কীভাবে শহরে যেতেন? ১

খ. মাসি-পিসির জমানো টাকা কেন খরচ হয়ে গিয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের মমতা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির কোন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২০ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে সে কূল পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে। ছেলেমেয়েকে বাঁচাতে হবে। এই সংকল্প নিয়ে আকালের পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোথায়? ১

খ. আহ্লাদিকে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জয়গুনের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও জয়গুন গল্পের মাসি-পিসির সমগ্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারেনি।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২১ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইণ্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু'হাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকাল সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুলল না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দু'দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে। প্রথম বউটা ছিলো। এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিল মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত

মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দও করেনি। একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই।

ক. মস্ত কাটারিটা দেখতে কীসের মতো ছিল? ১

খ. আহ্লাদিকে জগু কেন মারধর করে? ২

গ. উদ্দীপকের 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? – ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আয়েশা এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি একই পরিস্থিতির শিকার।"–মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২২ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের হিন্দু রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিন যাতে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মৃতের সৎকার করা হয়। হতভাগ্য অদূরদর্শী কর্মফলভোগী পেশবা। নিজের ছেলেকে রণক্ষেত্রে অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিল কুলগর্বের মোহে অন্ধ হয়ে। আর অক্ষম অবিবেচক রণোন্মাদ সেনাপতি রঘুনাথ দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজে মরেছে, একটি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানব শিশুকে অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ক. অরিকে দমন করে যে, তাকে এক কথায় কী বলে? ১

খ. এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর কোথায় শিখিলে? –এখানে কোন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের একটি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানব শিশুকে অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে– লাইনটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের মৃত্যুকে নির্দেশ করে। –মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৩ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।

ক. 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হায়, তাত, উচিত কী তব/এ কাজ? এখানে কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?–ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বর্ণলঙ্কার প্রতি মেঘনাদের অনুরাগ একসূত্রে গাঁথা। মন্তব্যটি আলোচনা কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৪ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাহিত্যের ক্লাস। শরিফ খান স্যার নাটক পড়াচ্ছেন। তিনি সিরাজউদ্দৌলা নাটকের 'সিরাজ' চরিত্র-এর একটি সংলাপ উচ্চারণ করলেন। ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মীরমর্দন, মোহনলাল, বদ্রী আলী, নৌবে সিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশবাসীর মর্যাদার জন্য, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারে নি। এ আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে। আমরা অভিভূত হয়ে হাততালি দিলাম। তিনি বললেন, এ শুধু নাটকের সংলাপ নয়, একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের অঙ্গীকার।

ক. 'সুমিত্রা'র পুত্রকে কী বলা হয়েছে? ১

খ. "গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাব এক নয়। –মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৫ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানবকল্যাণে স্বয়ম্ভু, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত। উপলব্ধি ছাড়া মানবকল্যাণ স্রেফ দান-খয়রাত আর কাঙালি ভোজনের মতো মানব-মর্যাদার অবমাননাকর এক পদ্ধতি না হয়ে যায় না, যা আমাদের দেশ আর সমাজে হয়েছে। এ সবকে বাহবা দেয়ার এবং এ সব করে বাহবা কুড়োবার লোকেরও অভাব নেই দেশে।

ক. কবি কাদের বাণী শুনতে চেয়েছেন? ১

খ. "এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটিতে 'ঐকতান' কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত মানবকল্যাণের মূল সুর এবং 'ঐকতান' কবিতায় প্রতিফলিত মানবকল্যাণের মূল সুর এক ও অভিন্ন।"–মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৬ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,

এমন করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

ক. অজ্ঞাত তারা কোন মেরুর ঊর্ধ্বে? ১

খ. "বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।"– কবি কীসের বাধাকে বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'ঐকতান' কবিতার সাথে কীভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব ও চেতনা 'ঐকতান' "কবিতার মূলভাব ও চেতনার বিপরীতমুখী।"– মন্তব্যটি কতটুকু সত্য? প্রমাণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৭ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জীবনবৈশিষ্ট্যই সংস্কৃতির মৌলিক নিয়ন্তা। মহত্তর লক্ষ্যে সকল আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মধ্যে মিলনের একাত্মতার ঐক্যের সূত্র সব সময়েই আমরা খুঁজে পাব। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক নিজস্বতার স্বীকৃতিতে পর্যুদস্ত করে ঐ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে ব্যাপকতর কল্যাণ তো আসেই না; বরং মূলেই হানাহানি লেগে যায়। বিকশিত সংস্কৃতিতে ঐকসম্ভাবনার যে মুক্তি রয়েছে, স্বাতন্ত্র্যের সহজ স্বীকৃতির অভাবে সেই সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যায়। অস্তিত্বকে অস্বীকার নয়, স্বীকার করার মধ্যেই বৃহত্তর ঐক্যের বীজ বিদ্যমান।

ক. কবির কোনটি বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি? ১

খ. কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা 'ঐকতান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'ঐকতান' কবিতার কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব 'ঐকতান' কবিতার অংশবিশেষের মূলভাবকে ধারণ করে, পুরো ভাবকে নয়।"–মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৮ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমার পক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।

বিশ্বে যা–কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা–কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

ক. 'বাউণ্ডেলের আত্মকথা' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১

খ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকটির সাথে সাম্যবাদী কবিতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. "বিষয় ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও সাম্যবাদী কবিতা একই চেতনার ধারক।"–মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ২৯ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজম সাহেব ধার্মিক ও দানবীর হিসেবে খ্যাত। তার গ্রামেই বাস করে নিম্নশ্রেণির ও দারিদ্র্যপীড়িত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। রোগ, শোক, ক্ষুধা, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু জাত ও ধর্মের অহমিকায় আজম সাহেব তাদেরকে হীনদৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। তারা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও তিনি কখনো তাদের দেখতে যান না বা কোনো অর্থ সাহায্য করেন না।

ক. কনফুসিয়াস কে? ১

খ. "এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির–কাবা নাই।"–কবি কেন এ কথা বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের আজম সাহেবের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "জাত–ধর্মের ঊর্ধ্বে সত্য–সুন্দর–কল্যাণময় অসাম্প্রদায়িক সমাজের প্রত্যাশাই 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।"–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩০ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার জন্য বিয়ের পর অনিন্দিতা সবসময় স্বামী ধ্রুবগুপ্তের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন দীর্ঘায়িত হয় নি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি থেমে যান নি, একাকী জীবনযাপন করলেও বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া তিনি নারীশিক্ষার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। সর্বক্ষেত্রেই স্বামীর স্মৃতি ছিল তাঁর অনুপ্রেরণাস্থল।

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলসুর কী? ১

খ. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন? ২

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিন্দিতার স্বামীর চিরবিদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে"– কবির এ মনোভাবের সঙ্গে স্বামীহারা অনিন্দিতার মনোভাবের তুলনা কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩১ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উত্তরীয় বায় মাগিছে বিদায় শালবীথিকার পাশে
জাগে কিশলয় সবুজ স্বপনে ঝরা পাতা যায় খসে
শিহরি শিহরি ওঠে সারা তনু
বাজিল কাহার আসিবার রেনু?
শিশিরের ধারা হয় বুঝি সারা আজি এ সকল ক্ষণে
সার্থক আজি হইবে জীবন বুঝি তার দরশনে।

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে? ১
খ. বিদায়ী শীতের শূন্যতায় কবিমন আচ্ছন্ন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত বসন্ত প্রকৃতির সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বর্ণিত বসন্তের আগমনী চিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূলভাবের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩২ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ওরে আয় রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥
পিছন–পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন–হাওয়ায় ছড়িয়ে দে–রে দিগন্তে ॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥'

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কী বেয়ে বসন্তের তরী আসার কথা বলা হয়েছে? ১
খ. কবি শীতকে কেন সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন? ২
গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাবগত বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার শিল্পরীতির পার্থক্য যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩৩ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯৯০ সালে মুক্তি পেয়ে প্রথম জনসভায় ম্যান্ডেলা বলেন, 'আমি আপনাদের শান্তি, গণতন্ত্র ও মুক্তি নামে অভিবাদন জানাচ্ছি।' শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের দিকে নয়, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন যারা তাকে বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানিয়েছেন, সেই নিপীড়কদের দিকেও। সেই হাত ছিল বিশ্বস্ত ও আন্তরিক।...তাঁর প্রধান শক্তি ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

ক. কোন অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়? ১
খ. কবি কেন অমোঘ অস্ত্র 'ভালোবাসা' কে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করার কথা বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকের ম্যান্ডেলার মনোবাসনার সঙ্গে 'সেই অস্ত্র' কবিতার কবি আহসান হাবীবের মনোবাসনার সাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩
ঘ. "মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ম্যান্ডেলার সেই অমোঘ অস্ত্রটি ছিল ভালোবাসা।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩৪ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

২০০৩ সালে ইঙ্গ–মার্কিন বাহিনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিথ্যা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে। আক্রমণের শুরুতেই তারা যুদ্ধবিমান থেকে হাজার হাজার টন বোমা ফেলে ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি স্থাপনা ধ্বংস করে। যুদ্ধবিমান থেকে ঢালাওভাবে বোমা নিক্ষেপ করায় এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ইরাকি জনগণ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এতেও ক্ষান্ত নয় মার্কিন বাহিনী। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের নামে তারা মানুষ হত্যা করেছে কেবল ইরাকে তেল সম্পদকে লুণ্ঠন করার জন্য।

ক. কোনটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু–বিকৃত করবে না? ১
খ. "বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী"– এখানে ট্রয় নগরী বলতে লেখক কাকে বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'সেই অস্ত্র' কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিনিধিত্বকারী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ইঙ্গ–মার্কিন বাহিনীর আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করার একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র হলো– ভালোবাসা।"– মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩৫ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দু'জন মনোবিজ্ঞানীর মতবাদ

সিগমন্ড ফ্রয়েড : ১৬ – ১৮ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সমলিঙ্গীয় প্রেমের আসক্তিতে ভোগে। স্বীয় সৌন্দর্য ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন হয়ে ওঠে এ বয়সেই (সাইকো– এনালাইটিক তত্ত্ব)।

এরিক–এরিকসন : ১৩ – ১৯ বছর বয়সের স্তরটি না শিশু না যুবক। এ বয়সে স্বীয় চিন্তার চেয়ে সমাজচিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদীও হয়ে ওঠে এ বয়সীরাই। আবার সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণ করে এ বয়সেই (সাইকো–সোস্যাল তত্ত্ব)।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১

খ. কবি আঠারো বছর বয়সকে 'দুঃসহ' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবির মনোভাবের সাথে সিগমন্ড ফ্রয়েডের বক্তব্যের বৈপরীত্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "কবির দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরিক–এরিকসনের বক্তব্যের প্রতিফলন"–বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩৬ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ–মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত আয়রে আমার কাঁচা॥

ক. আঠারো বছর বয়সে অহরহ কী উঁকি দেয়? ১

খ. "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"–উক্তিটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত নবীনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তরুণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও । ৩

ঘ. "আঠারো বছর বয়সটি উত্তেজনার, আবেগের এবং জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার যথার্থ সময়"–উদ্দীপক ও ' আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩৭ ▸▸ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এদেশ আমি বিকিয়ে দেব না পণ্যের বিনিময়ে
এদেশ আমার প্রেম, অপ্রেমে; শঙ্কা ও সংশয়ে
শত্রুকে আমি দেব না এখানে অকারণ প্রশ্রয়
রক্তের দামে কিনেছি এ দেশ
আমার স্বদেশ তবে আর ভয় কেন?
বলুন এবং আত্মীয়জন, মোর প্রিয়তমা নারী
আমরা সবাই শত্রুর সংহারী।

ক. কে মাছের সঙ্গে খেলা করতে জানে না? ১

খ. "যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না"–বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?–ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশপ্রেম এবং সাহসিকতাই 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য"–মন্তব্যটি সত্যতা পরীক্ষা কর। ৪